بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধে শত্রুদের তির নিক্ষেপের ফলে মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা নূরের ৬৪ নম্বর আয়াতের তফসীরে লিখেছেন।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ*

আয়াতটির বঙ্গানুবাদ হলো, **হে মু'মিনগণ! এটি মনে কোরো না যে, রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আহ্বান করা অন্য কারো আহ্বানের ন্যায়। আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে জানেন যারা পাশ কাটিয়ে পরামর্শ সভা থেকে দূরে সরে যায়। কাজেই, যারা এ রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে তারা যেন এ বিষয়ে ভয় পায় পাছে খোদার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ তাদের ওপর আপতিত হয় কিংবা কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে স্পর্শ করে।**

তিনি (রা.) বলেন, ইমামের আহ্বানের বিপরীতে অন্য কারো আহ্বান কোনো গুরুত্ব রাখে না। তোমাদের জন্য আবশ্যক হলো, যখনই তোমাদের কানে খোদার রসূলের আওয়াজ পৌঁছবে তোমরা ত্বরিত লাব্বায়েক বলবে এবং তা পালনের জন্য দৌড়ে অগ্রসর হবে, এর মাঝেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত। এমনকি কেউ যদি সে সময় নামাযরত অবস্থায় থাকে তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো নামায ছেড়ে দিয়ে খোদার রসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া। তিনি (রা.) বলেন, ইসলামী সেনাবাহিনী যখন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে মাত্র ১২জন সাহাবী ছিলেন (মতান্তরে ১০০জন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে)। সে সময় হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-কে পেছনে সরে গিয়ে পুনরায় পূর্ণপ্রস্তুতিসহ আক্রমণের কথা বললে তিনি (সা.) বলেন, **খোদার নবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না।** এরপর তিনি (সা.) সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার এখন সামনে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। মহানবী (সা.) তখন বলেন, **"আনান্ নবীউ লা কাযেব আনা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব"** অর্থাৎ **আমি মিথ্যবাদি নবী নই আর আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।** কাজেই, শত্রুরা তিন হাজার তিরন্দাজ হোক কিংবা ত্রিশ হাজার এতে আমার কিছু যায় আসে না। আর হে মুশরিকরা! আমার এই বীরত্ব দেখে তোমরা আবার আমাকে খোদা মনে করে বসো না। আমি একজন মানুষ এবং তোমাদের সরদার আব্দুল মুত্তালেবের পুত্র (বংশধর)।

হযরত আব্বাস (রা.) উচ্চৈঃস্বরে সাহাবীদেরকে ডাকতে থাকেন, হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! হে হুদায়বিয়ার দিনের বয়আতকারীরা! রসূল (সা.) তোমাদেরকে ডাকছেন। মহানবী (সা.)-এর এ আহ্বান শুনে নিষ্ঠাবান সাহাবীরা খুবই দ্রুততার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে

আসেন। সাহাবীগণ জীবন বাজি রেখে তাঁর কাছে এমনভাবে একত্রিত হচ্ছিলেন যেন তাঁরা পাগলের ন্যায় ছুটে আসছেন, এমনকি যেসব বাহন সামনে আসছিল না সেগুলোর গলা কেটে দৌড়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন।

একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রা.)-র ধ্বনি যখন আমার কানে পৌঁছে তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমি আর জীবিত নাই, বরং মৃত। আর ইসরাফিলের শিঙ্গার ধ্বনি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি আমার উটের লাগাম শক্তভাবে টেনে ধরলে তার মাথা পিঠের সাথে লেগে যায়, কিন্তু সেটি এতটাই ভীত সন্তস্ত্র ছিল যে, যখনই আমি লাগাম আলগা করি সে পিছনের দিকে দৌড় দেয়। এ কারণে আমি এবং আমার অনেক সাথি নিজেদের তরবারি বের করি। অনেকে তো উট থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে যায় আবার অনেকে উটের গলা কেটে ফেলে। এভাবে সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর নিকটে একত্রিত হন এবং পুনরায় শত্রুদলের ওপর আক্রমণ করেন, ফলে পরাজয় এক অসাধারণ জয়ে পরিণত হয়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লোকদের পলায়নের ব্যাপারে হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) এতটা ব্যথিত হয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)-কে তিনি বলেন, আপনি যেসব মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদেরকে হত্যা করুন। মহানবী (সা.) বলেন, **শত্রুদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট আর তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।**

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বলেন, আমরা ৪জন নারী একসাথে ছিলাম। আমার কাছে একটি ধারালো তরবারি এবং উম্মে সুলায়ম (রা.)-র কাছে একটি খঞ্জর ছিল। আমরা দেখলাম, হাওয়াযিনের এক ব্যক্তি উটে চড়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং মুসলমানদের পিছু নিয়েছে। এরপর আমরা সেই উটের রগ কেটে দেই আর এভাবে সেই ব্যক্তি ভূপাতিত হলে তাকে আঘাত করে হত্যা করি। অতঃপর তার তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই। মুসলমানরা তাদের সাথে লড়াই করছিলেন আর কাফিররা সামান্য সময় সেখানে অবস্থান করতে পেরেছিল, অর্থাৎ তারা অল্প সময়ের মধ্যেই পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

এক আনসার সাহাবী হযরত আবু বশীর মা'যানী (রা.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন আমাদের বাহিনি পিছু হটছিল। তখন আমি আনসারদের ডেকে বলি, তোমরা কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ? এরপর তারা ফেরত আসলে আমরা কাফিরদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে ৩ মাইল পেছনে হটিয়ে দেই।

ইবনে উকবা (রা.) বর্ণনা করেন, এক কুরাইশ ব্যক্তি সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা হুনায়েনের যুদ্ধ দেখার জন্য এসেছিল। এক মুশরিক বলে, তোমার জন্য সুসংবাদ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ পরাজয় বরণ করেছেন। আল্লাহ্র কসম! কুরাইশের নেতা হওয়ার চেয়ে বেদুইনদের নেতা হওয়া আমার নিকট অধিক শ্রেয়। সাফওয়ান এটি শুনে রাগান্বিত হয়। এরপর তারা এক ক্রীতদাসকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করে। কিছুক্ষণ পর তারা মুসলমানদের নারা বা ধ্বনি শুনতে পায় আর সেই ক্রীতদাস এসে বলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাদল জয় লাভ করেছে। এটি শুনে আবু সুফিয়ান (রা.) প্রশান্তি লাভ করেন।

এ যুদ্ধে মহানবী (সা.) কাফিরদের উদ্দেশ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) এক মুষ্টি কঙ্কর উঠিয়ে তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন এবং দোয়া করেন, **কাবার প্রভুর কসম! তারা পরাজয় বরণ করেছে।** হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যখনই কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন তখনই শত্রুদের দৃঢ়তা কমতে থাকে এবং তারা পরাজয় বরণ করে। মহানবী (সা.) এরপর দুই হাত ওপরে তুলে দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! আমি সেই প্রতিশ্রুতির দোহাই দিচ্ছি যা তুমি আমার সাথে করেছ। হে আল্লাহ্! তারা বিজয়ী হবে আর আমরা পরাজিত হবো— এটি সম্ভব নয়।**

হযরত শায়বা বিন উসমান যার পিতা উহুদের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। তাই সে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল এবং বলত, সমগ্র আরবও যদি মুসলমান হয়ে যায় আমি মুসলমান হবো না। শায়বা যখন দেখে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে তখন সে ভাবে, আমি এখন মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করতে পারব (নাউযুবিল্লাহ্)। এটি ভেবে আমি তাঁর ডানদিকে যাই এবং সেখানে হযরত আব্বাস (রা.)-কে দেখে ফেরত চলে আসি। এরপর আমি বাম দিকে যাই সেখানে আবু সুফিয়ান বিন হারেস (রা.)-কে দেখে ফেরত চলে আসি। অতঃপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে যাই আর সে সময় আমার চোখে প্রচণ্ড কষ্ট অনুভব করি যার ফলে আমি পেছনে সরে আসি। তখন মহানবী (সা.) আমাকে ডাকেন আর আমার বুকে হাত রেখে দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! শয়তানকে তার কাছ থেকে দূর করে দাও।** শায়বা বলেন, খোদার কসম! সেই সময় মহানবী (সা.) আমার কান, আমার চোখ, আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হয়ে যান এবং আমার হৃদয় উন্মোচিত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেন, **হে শায়বা! কাফিরদের সাথে লড়াই করো।** এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষায় তরবারি হাতে নিয়ে এমনভাবে যুদ্ধ শুরু করি যে, সে সময় যদি আমার পিতাও আমার সামনে আসত আমি তাকে হত্যা করতাম। পরিশেষে শায়বা যা কিছু হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে ক্ষমা করুন।**

অনুরূপভাবে নুযায়ের বিন হারেস বলে, আমি অসৎ উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করতে এসেছিলাম। আমি এ উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে দেখি, কয়েকজন সাদা পোশাক পরিহিত লোক আমাকে বলছে, হে নুযায়ের! এখান থেকে দূরে সরে যাও। এ কথা আমার ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে আর আমি ভীত হয়ে একটি গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ি। এরপর মুসলমানরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করলে আমি চুপিসারে মুসলমানদের সাথে মিশে যাই। মহানবী (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমি নুযায়ের? অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, **তোমার জন্য এটি তার চেয়ে উত্তম হবে যার বাসনা তুমি যুদ্ধের সময় করেছিলে আর আল্লাহ্ তোমাকে বাধা প্রদান করেছিলেন।** একথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি। এরপর তিনি (সা.) আমার জন্য দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দৃঢ়তা প্রদান করো।** হুযূর (আই.) বলেন, অবশিষ্ট ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল।

হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)